জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৮৯ তম সভার কার্যবিবরণী

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৮৯ তম সভা গত ২৬ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ড. ভাগ্য রানী বণিক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো । সভাপতি সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান । জনাব মোঃ ইকবাল, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করেন ।

আলোচ্য বিষয় ১: জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৮৮ তম বিশেষ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৮৮ তম বিশেষ সভা গত ২৪ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখ বিকাল ২.৩০ ঘটিকায় ড. ভাগ্য রানী বণিক, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী (বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর স্মারক নং ২৪৮৩; তারিখ ০৬/১১/২০১৭ খ্রিঃ) কমিটির সকল সদস্যবৃন্দের নিকট বিতরণ করা হয়। এ বিষয়ে কোন লিখিত মতামত পাওয়া যায়নি এবং অদ্যকার সভায় কোন আপত্তি না থাকায় কার্যবিবরণীটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যেতে পারে ।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৮৮ তম বিশেষ সভার কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে পরিসর্মথিত হলো।

আলোচ্য বিষয় ২ঃ আউশ ২০১৭-১৮ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আউশ/২০১৭-১৮ মৌসুমে ০২ টি বীজ কোম্পানী হাইব্রিড ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য মোট ২টি হাইব্রিড জাতের বীজ ট্রায়ালের জন্য জমা প্রদান করেন যা নিম্ন ছকে প্রদর্শন করা হলো ।

১ম বর্ষ ১টি, ২য় বর্ষ ১টি= মোট ২ টি।

ক্র নং	কোম্পানীর/প্রতিষ্ঠানের নাম	কোড	জাতের নাম	উৎস/দেশ	মন্তব্য
১	সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিমিটেড	H-1204	সুপ্রিম হাইব্রিড হীরা - ২২ (SHD-661)	বাংলাদেশ	১ম বৎসর
২	গোল্ডেন বার্ন কিংডম প্রাইভেট লিমিটেড	H-1206	JD013	চায়না	২য় বৎসর
৩	ব্রি, গাজীপুর	H-1205	ব্রি ধান ৪৮	বাংলাদেশ	চেক জাত

উক্ত হাইব্রিড জাতের সাথে নির্ধারিত চেকজাতসহ মোট ৩টি জাত ১টি সেটে ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য গোপনীয় কোড প্রদান করে প্রেরণ করা হয়। গোপনীয় কোড উন্মুক্ত করার জন্য পরিচালক, এসসিএ, কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিকে অনুরোধ জানালে তিনি গোপনীয় কোড উন্মুক্ত করেন। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ফলাফলসমূহ সংকলন (Compilation) করে সভায় উপস্থাপন করা হয়। অতপর জনাব মো: নুরুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, গোল্ডেন বার্ন কিংডম বলেন, ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় চট্টগ্রাম অঞ্চলে "JD013" জাতটি প্রথম বছরে ভাল ফলন হলেও দ্বিতীয় বছরে এর ফলন খুবই কম। তাই তিনি ফলন কম হওয়ার কারণ জানতে চান। এ প্রসংগে জনাব রওশন আরা বেগম, অতিরিক্ত উপ পরিচালক (সীড রেগুলেশন ও মাননিয়ন্ত্রণ) জানান যে, চট্টগ্রাম অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দলের প্রতিবেদন অনুযায়ী অনষ্টেশন ও অনফার্ম উভয় স্থানেই উক্ত জাতটি BLB রোগ দ্বারা মারাত্নক ভাবে আক্রান্ত (০-৯ স্কেলে, ৯ স্কোর) হওয়ায় এবং পাশাপাশি ইদুঁর ও পাখীর দ্বারা আক্রমণ হওয়ায় প্রতিকার ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও ১ম বছরের তুলনায় ২য় বছরে ফলন কম হয়। অপরদিকে প্রতিবেদন অনুযায়ী চেক জাত ব্রি ধান ৪৮ BLB দ্বারা আক্রান্ত না হওয়ায় এর ফলন অপেক্ষাকৃত বেশী হয়েছে। এ বিষয়ে মূল্যায়ন কমিটির মতামতে দেখা যায় যে, ফুল আসা অবস্থায় পাহাড়ি ঢল ও পানির জলমগ্নতার কারণে ট্রায়ালটি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং পরবর্তীতে ফসল কর্তণের সময় ফলনে এর প্রভাব পড়ে তাই আরও ১ বছর ট্রায়াল করার সুপারিশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে জনাব মোঃ মেহের আলী, অতিরিক্ত পরিচালক (মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি জানান যে, চট্টগ্রাম অঞ্চল পরিদর্শনকালে জলমগ্ন অবস্থা দেখতে পেয়েছেন। কমিটির সদস্যবৃন্দ উক্ত অঞ্চলের ট্রায়ালটি ২য় বর্ষের ফলাফল বাতিলপূর্বক JD013 হাইব্রিডের জাতটি পরবর্তী মৌসুমে পূনরায় বাস্তবায়ন করা যেতে পারে বলে মতামত প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ১ঃ গোল্ডেন বার্ন কিংডম প্রাইভেট লিমিটেড এর JD013 হাইব্রিড জাতটি ২টি অঞ্চলে অনষ্টেশন ও অনফার্মে heterosis ২০% এর বেশী হলেও ৩টি অঞ্চলে heterosis ২০% এর বেশী না হওয়ায় চলতি মৌসুমে জাতটি নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো না। প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও রোগবালাই দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের ২য় বছরের ফলাফল বাতিল করে JD013 হাইব্রিড জাতটি বিশেষ বিবেচনায় পরবর্তী এক বছর ট্রায়াল করার সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৩: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৫টি ধানের কৌলিক সারি ক) ব্রি ধান৮২ (NERICA10-7-PL2-B) খ) ব্রি ধান৮৩ (BR6848-3B-12) গ) ব্রি ধান ৮৪ (BR7831-59-1-1-4-5-1-9-P1) ঘ) ব্রি ধান ৮৫ (BR7718-55-1-3) ঙ) ব্রি ধান৮৬ BR(Bio)8072-AC8-1-1-3-1-1) আউশ এবং বোরো মৌসুমের জন্য ছাড়করণ ।

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ৫টি কৌলিক সারির মাঠ পরীক্ষার ফলাফল উপস্থাপন করেন। নিম্নে টেবিল আকারে জাতগুলোর তথ্যাদি বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপন করা হলো:-

ক্র:নং	প্রস্তাবিত জাতের নাম	মৌসুম	গড় জীবন কাল (দিন)	গড় ফলন প্রস্তাবিত জাত (টন/হে:)	গড় ফলন চেক জাত (টন/হে:)	বিশেষ বৈশিষ্ট্য	সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য	মূল্যায়ন দলের মতামত
১	ব্রি ধান ৮২ (NERICA10-7-PL2-B)	আউশ	১০২	৪.৭২	ব্রি ধান৪৮ ৪.৩০	কান্ড শক্ত, চারা অবস্থায় মধ্যম মাত্রার খরা সহনশীল, এমাইলোজ -২৮%	ডিগপাতা হেলানো বিধায় পরিপক্ক অবস্থায় শীষ উপরে থাকে, শুং নেই, দানা মাঝারী মোটা	৬ টি স্থানেই পক্ষে
২	ব্রি ধান৮৩ (BR6848-3B-12)	আউশ	১০৫	৩.৮১	ব্রিধান ৪৩ ২.৮৩	চারা অবস্থায় মধ্যম মাত্রার খরা সহনশীল, শীষ লম্বা,	চাল মাঝারী মোটা,ধানের খোসার রং স্থানীয় জাত কটকতারার মত লালচে খয়েরী,	৮ টি স্থানেই পক্ষে
৩	ব্রি ধান ৮৪ (BR7831-59-1-1-4-5-1-9-P1)	বোরো	১৪২	৬.২৩	ব্রি ধান ২৮ ৬.২১	উচ্চ মাত্রার জিঙ্ক সমৃদ্ধ (২৭.৫ পিপিএম), মধ্যম মাত্রার আয়রণ), এমাইলোজ-২৫.৫%,	ডিগপাতা হেলানো, চালের পেরিকার্পর লালচে রঙের,	৭ টি স্থানে পক্ষে, ২টি স্থানে বিপক্ষে (কুমিল্লা ও ভাঙ্গা)*
৪	ব্রি ধান ৮৫ (BR7718-55-1-3)	রোপা আউশ	১০৭	৪.২৯	ব্রি ধান৪৮ ৪.১০	কুমিল্লা অঞ্চলসহ পূর্বাঞ্চলের জলাবদ্ধ এলাকার জন্য উপযোগী	ডিগ পাতা সামান্য হেলানো, গাছ লম্বা, কান্ড শক্ত, এমাইলোজ-২৫.৫%, শুং নেই	৯ টি স্থানে পক্ষে
৫	ব্রি ধান ৮৬ BR (Bio)8072-AC8-1-1-3-1-1)	বোরো	১৪২	৬.১৮	ব্রি ধান ২৮ ৫.৯৯	গাছ খাটো । ঢলে পড়া সহিষ্ণু ।	ডিগ পাতা খাড়া, গাছ খাটো ও কান্ড শক্ত, শীষের অগ্রভাগে ৩-৫টি খুব ক্ষুদ্র শুং আছে	৫ টি স্থানে পক্ষে, ১ টি স্থানে Flowering অসমান পাওয়ায় মন্তব্য পাওয়া যায় নাই (বরিশাল) এবং ৪টি স্থানে বিপক্ষে**

বিপক্ষে মতামতের কারণ

* ব্রি ধান ৮৪ এর ক্ষেত্রে ভাঙ্গাতে ফলন চেক জাতের চেয়ে মাত্র ০.২ টন/ হে: কম যা **statistically nonsignificant.** কুমিল্লাতে **Flowering stage** এ ঝড়ের কারণে পরাগায়নে বিঘ্নঘটায় ফলন কমে যায়।

** ব্রি ধান৮৬ এর ক্ষেত্রে চারা মারা যাওয়ার কারণে বরিশালে **Gap filling করা হয় ফলে** Flowering সামান্য তারতম্য পাওয়া যায়। তিনটি স্থান (রাজশাহী, কুমিল্লা, সোনাগাজী) চেকের সাথে **ফলন পার্থক্য খুবই কম এবং statistically nonsignificant.**

ক) প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৮২ (NERICA10-7-PL2-B):

আলোচনার শুরুতে ড. তমাল লতা আদিত্য, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর প্রস্তাবিত জাতটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ আউশ মৌসুমের জন্য এ জাতটি উপযুক্ত বলে মত প্রকাশ করেন। ড. মো: লুৎফর রহমান, পরিচালক (গবেষণা) বারি, গাজীপুর প্রস্তাবিত জাতটির ফুল আসা পর্যায়ে মাঠ পরিদর্শন করেছিলেন এবং জাতটির ফুল আসার সমতা (Flowering Uniformity) পর্যবেক্ষণ করেন। জনাব মানিক চন্দ্র কর্মকার, সহকারী বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় জানান, জাতটির ফুল আসার সমতা ও ফলন নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আরো জানান যে, ব্রি ধান ৪৮ জাতটি একমাত্র রোপা আউশ জাত হিসেবে বর্তমানে চাষ হচ্ছে। যেহেতু এর এমাইলোজ বেশী এবং ভাত ঝরঝরে তাই ব্রি ধান৪৮ এর পরিপূরক জাত হিসেবে ছাড় করা যেতে পারে। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।